চিন্তাধারা সিরিজ

০৪

শাহাদাতের সংস্কৃতি

শহিদ শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ

AL HIKMAH MEDIA

Al-Malahem Media

চিন্তাধারা সিরিজ– ৪

শাহাদাতের সংস্কৃতি

শহিদ শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA

জাজীরাতুল আরবের শাহাদাত বৃক্ষে অনেক ফল ধরেছে। আর ফল কাটার সময়ও হয়েছে। তাই আল্লাহ ﷻ এদের থেকে অনেককে শহীদরূপে গ্রহণ করলেন। এইসকল শাইখদের মাঝে রয়েছেন আবদুল্লাহ আল মিহযাব রহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ ওমায়র রহিমাহুল্লাহ, শ্রদ্ধেয় ভাই আবু সালেহ ও আরো শহীদগণ।

আল্লাহ ﷻ এদেরকে শহীদরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মানুষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না, বরং এই দৃষ্টিতে দেখে যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ জানে না যে, তাঁরাই (শহিদেরাই) এই ব্যবসায় লাভবান হয়েছে! কেননা আল্লাহর সাথে ব্যবসায়, আল্লাহ যখন কাউকে শহীদরূপে গ্রহণ করেন, এটা তো উক্ত ব্যক্তির জন্য মর্যাদা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ! ধ্বংস নয়। এটা কখনোই ধ্বংস নয়! একারণেই মানুষের উচিত শাহাদাত কামনার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা!

একথা বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দান; এটা ধ্বংস বা ক্ষতি নয়।

গোত্রের লোকেরা যেনো কিছুতেই মনে না করে যে, এসকল লোক, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বরং তারা লাভবান হয়েছে এবং তাদের মর্যাদা লাভ হয়েছে। যে সকল ইস্তেশহাদীদেরকে তারা পেশ করেছে, তারা ঐ সকল পিলারসমূহের দ্বারা গৌরবান্বিত হবে। প্রত্যেক গোত্র এটা নিয়ে গর্ব করবে। অমুক এত শহীদ পেশ করেছে, অমুক গোত্র এত শহীদ পেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুসলিমগণ এ নিয়ে গর্ব করতো যে, তাঁরা কত বেশি ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করতে পারে! তারা দুনিয়াবী বিষয়বলী নিয়ে গর্ব ও বড়াই করত না। প্রতিযোগীতা দুনিয়াবী বিষয়াদীতে হবে না। প্রতিযোগিতা হবে পরকালীন বিষয়ে।

“এ বিষয়েই যেন প্রতিযোগীতাকারীরা প্রতিযোগীতা করে।” (সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত: ২৬)

পরকালীন বিষয়ে। দুনিয়াবী বিষয়ে নয়। আল্লাহ ﷻ এই ভূমিতে মুজাহিদদেরকে সম্মানিত করেছেন, ফলে তাঁদের মধ্য থেকে এই সকল লোকদেরকে শহীদ হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদেরকে মনোনীত করেছেন, যেন তারা ক্রুসেড হামলায় শাহাদাত বরণকারীদের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম হন।

শাহাদাতবরণ তো সর্বকালেই চলমান যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে: এটা এমন ঋতু, যা কখনো শেষ হবে না। কিন্তু এই নতুন হামলা যাতে আমেরিকা সরাসরি নেতৃত্ব দিচ্ছে; এটাই শাহাদাতের প্রথম গুচ্ছ।